মানবিক কবি রবীন্দ্রনাথ

সন্দীপ মুখোপাধ্যায়

'কবি' শব্দটির ব্যাপ্তি বিশাল। যতক্ষণ না আত্ম উন্মোচন ঘটছে, আত্ম-আবিষ্কার হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কবিতার ভাষায় বিকাশ সম্ভব নয়। তা না হলে শুধুমাত্র তাঁকে কবিতা লেখক বলতে হয়। আর এর সাথে যে বিষয়টি জড়িয়ে আছে তা হচ্ছে মানবিকতা। মানবতার বিকাশ ছাড়া কখনোই পূর্ণতা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ যাঁর ব্যাপ্তি বিশাল, তাঁর কাব্য-কবিতায় মানবতা ধরা পড়বে না, মানবিকতা থাকবে না, এ হতে পারে না।

এক অসাধারণ শ্রীশক্তি সম্পন্ন অলৌকিক প্রতিভা নিয়ে এই ভারতবর্ষের মাটিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শুধু মেধা প্রতিভাই নয়, রবীন্দ্রনাথ মানবিক, মানব মুখ এইটিই হচ্ছে তাঁর আসল পরিচয়। স্বদেশ চেতনা, সমাজভাবনা সবই তাঁর লেখায় ঘুরে ফিরে এসেছে মানবতার উৎস মুখ হতে। আমাদের দেশে বুদ্ধিমান লোকের অভাব নেই, অভাব হৃদয়বান লোকের। রবীন্দ্রভাবনায় রয়েছে বুদ্ধির সুপ্রকাশ। হৃদয়ের উদারতা। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, দেশকে শক্তিশালী হতে হলে দেশকে ঐক্যবদ্ধহতে হবে। রবীন্দ্রনাথ 'ভারততীর্থ' কবিতায় শোনালেন সেই সংহতির কথা —

"এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু-মুসলমান
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার
এসো হে পতিত, হোক্ অপনীত সব অপমানভার।"

তিনি বুঝেছিলেন আমাদের দেশের প্রধান অন্তরায় নীচু জাতের মানুষজনের প্রতি উঁচুজাতের মানুষজনের অবজ্ঞা ও উপেক্ষা। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কবি সাবধান করে দিলেন ঃ

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।"

প্রতিবাদী কবি ধিক্কার জানালেন —

"যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমার বাঁধিবে যে নীচে
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।"

রবীন্দ্রনাথ অপমানিতদের পক্ষ নিলেন। তাদের উঠে দাঁড়ানোর আহ্বান জানালেন। বললেন ঃ "আমার লজ্জা বোধ হয় যে, মানুষকে মানুষ ভালবাসবে এই সহজ কথাটি এত শাস্ত্র প্রমাণ ও তর্ক দিয়ে আমাদের এই দুর্ভাগা দেশকে এখনও বলতে হয়। হাজার হাজার বৎসর ধরে এদের পেছনে ফেলে রেখেছি, সব দেশকে অন্ধকারে মগ্ন করে রেখেছি আমরা শিক্ষিতেরা। আজ কি তাদের এত করে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বলতে হবে? যারা যুগে যুগে